নারীশ্রমিক কণ্ঠ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২১
গবেষণা বিষয়ক অনলাইন মতবিনিময় সভা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকদের অবদানকে তুলে ধরতে এবং তাদের অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিউটি পার্লার ও নন-ক্লিনিক্যাল স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উপর পরিচালিত গবেষণার উপর মতবিনিময় সভা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে

নারীশ্রমিক কণ্ঠ আজ ১১ নভেম্বর, ২০২১ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীশ্রমিকদের অবদানকে তুলে ধরা এবং এই খাতের নারীশ্রমিকের অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিউটি পার্লার ও হাসপাতালের কর্মীদের উপর করা গবেষণা এর উপর অনলাইন মতবিনিময় সভার (Study Sharing Consultation)** আয়োজন করে।

নারীশ্রমিক কণ্ঠের আহ্বায়ক **শিরীন আখতার**, এমপি'র সভাপতিত্বে এবং কর্মজীবী নারী'র পরিচালক (প্রোগ্রামস) সানজিদা সুলতানা'র সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **শামসুন নাহার এমপি**, সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং আলোচক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **আবুল হোসেন**, উপদেষ্টা, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন, **আশিকুল ইসলাম চৌধুরী**, সদস্য-সচিব, এনসিসিডব্লিউই, **সান্তনু নকরেক**, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ গারো বিউটি পার্লার ওনার এসোসিয়েশন। আরও বক্তব্য রাখেন **আরিফা এস ইসলাম**, কর্মসূচি সমন্বয়ক, ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং। গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন **ড. জাকির হোসেন**, অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য-সচিব ও কর্মজীবী নারী'র নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিক শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের পরিধি এখন আরও বিস্তৃত হচ্ছে। এই খাতের শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতিতে একটি বৃহৎ ভূমিকা রেখে চলেছে কিন্তু তারা অধিকার সম্পর্কিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শামসুন নাহার এমপি বলেন, - এখনও সকল শ্রমিক শ্রম আইনের আওতায় আসতে পারেনি। শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে এবং সকল শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে শিরীন আখতার এমপি বলেন, বিউটি কেয়ার এবং নন-ক্লিনিক্যাল হেল্‌থ কেয়ার কর্মীদের শালীন কাজের অবস্থা এবং ঘাটতি অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করাই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। যেখানেই যারা কাজ করুক না কেন একটি শোভন কাজ সকলের অধিকার। গবেষণা থেকে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে সেগুলি নিয়ে নীতি-নির্ধারকদের সাথে আলোচনা করতে হবে, একই সাথে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

গবেষণাটিতে বলা হয়. নির্বাচিত দুটি সেক্টরেই ন্যূনতম মজুরির বিধান নেই এবং অধিকাংশ কর্মী (৬৩%) এই বিষয়ে কিছুই জানে না। সমীক্ষা বলছে, দুটি সেক্টরের মজুরি খুবই কম যা দিয়ে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে চলতে অক্ষম। সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে উত্তরদাতাদের শতকরা ৭২ ভাগ ১০ ঘন্টার বেশি কাজ করে থাকে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, তিন শতাংশ শ্রমিক মাসিক মজুরি হিসেবে ২০,০০০ টাকা আয় করতে পারছে। শতকরা ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা বলছে তাদের আয় ১০,০০০ টাকার নিচে। গবেষণাটিতে আরও জানা যায়, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে কম সচেতনতা প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে কর্মীদের সচেতনতার অভাবও লক্ষ্যণীয়। সামাজিক সুরক্ষার বিধান সম্পর্কেও কর্মীদের সচেতনতার স্তর উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বিউটি পার্লারের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৪%) এবং নন-ক্লিনিক্যাল স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের (৫৬%) তাদের কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা অপরিহার্য যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাপ্যতা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বিউটি পার্লারের উত্তরদাতাদের তুলনায় হসপিটাল কর্মীদের বেশি। বর্তমান সমীক্ষাটি কোভিড-১৯ এর সময় মজুরি এবং সুযোগ-সুবিধার উপর প্রভাব অন্বেষণ করে। ফলাফলে দেখা যায় যে, বিউটি পার্লারের কর্মীরা নন-ক্লিনিক্যাল স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের তুলনায় মজুরি এবং সুবিধার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিরূপ প্রভাবে সম্মুখীন হয়। গবেষণা থেকে বলা হয়েছে উল্লিখিত দুটি সেক্টরসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের শালীন কর্মপরিবেশের জন্য নিয়োগপত্র, সার্ভিস বুক থাকতে হবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্মঘন্টা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, উভয় সেক্টরের জন্য ত্রিপক্ষীয় মজুরি বোর্ড দ্বারা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, হাসপাতালে কার্যকরী হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন নিশ্চিত করা এবং বিউটি পার্লারের কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা, পেনশন স্কিম/গ্রাচুইটি সিস্টেম চালু করা, শ্রমিকদের ভয় ও প্রতিরোধ ছাড়াই পেশাভিত্তিক ইউনিয়ন/সংঘ/সমবায় গঠন ও যোগদান করতে দিতে হবে। বিউটি পার্লারের কর্মীদের শ্রম আইনের আওতায় আনার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া, বিউটি পার্লার এবং হাসপাতাল উভয় ক্ষেত্রে একটি হয়রানিমুক্ত কর্মক্ষেত্র থাকা। এর জন্য সরকারকে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুমোদন করতে হবে। বিউটি পার্লার কর্মী এবং নন-ক্লিনিক্যাল হেলথ কেয়ার কর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের ভূমিকা অবশ্যই শক্তিশালী এবং প্রসারিত করতে হবে। কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে গবেষণা করা এবং সমর্থন ও প্রচারণা হল গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সিএসও-দের নিযুক্ত হওয়া উচিত বলে গবেষণা থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।

হাছিনা আক্তার
সমন্বয়ক
কর্মজীবী নারী,
যোগাযোগ: হাছিনা আক্তার (০১৭১২৪৭৯৫০১)